মুজিবনগরে রাইফেলের গুলিতের পুলিশ কনস্টেবলের আত্মহত্যা

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার রতনপুর পুলিশ ক্যাম্পে কর্তব্যরত অবস্থায় নিজ রাইফেল দিয়ে গুলি করে আত্মাহত্যা করেছে সাইফুল ইসলাম
(২৭) নামের এক পুলিশ কনস্টেবল।
বুধবার আনুমানিক ভোর ৪ টার দিকে ওই ক্যাম্পে এ ঘটনা ঘটে। তিনি মুজিবনগরের রতনপুর পুলিশ ক্যাম্পে কর্মরত ছিলেন এবং কুষ্টিয়া জেলা কুমারখালী উপজেলার কবুরহাট গ্রামের মৃত মোহাম্মদ আলীর ছেলে।
পুলিশ জানায়, মুজিবনগরে রতনপুর পুলিশ ক্যাম্পে কনস্টেবল সাইফুল ইসলাম কং নাম্বার ৫৪৩ ডিউটিতে ছিল। ডিউটিরত অবস্থায় তার কাছে থাকা সরকারি রাইফেল দিয়ে গলার নিচে গুলি করে আত্মহত্যা করে। গুলির শব্দে ক্যাম্প এ কর্মরত অন্য সদস্যরা এসে তার মৃতদেহ দেখতে পাই। খবর পেয়ে পুলিশ সুপার মো: রাফিউল আলমসহ পুলিশের ঊর্দ্ধতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।
পুলিশ সুপার রাফিউল আলম বলেন, পুলিশের এক সদস্য সরকারি রাইফেল দিয়ে গুলি করে আত্মহত্যা করেছেন। বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে। তদন্ত করে বলা যাবে কেন সে আত্মহত্যা করেছে। সে দীর্ঘদিন ধরেই মেহেরপুরে কর্মরত রয়েছেন এবং তার স্ত্রীও মেহেরপুরে নারী পুলিশ সদস্য।

ঐতিহ্যবাহী বারাদী ছাগল হাটে আমদানী থাকলেও ক্রেতা কম

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদীর ঐতিহ্যবাগী ছাগল হাটে করোনার কারণে ক্রেতা কম দেখা গেছে। তবে চাহিদা অনুযাযী শনিবার হাটে হাজার খানেক বিভিন্ন আকারের ছাগল নিয়ে গিয়েছিলেন বিক্রেতারা। এর মধ্যে ৭শ ছাগল বিক্রি হয়েছে বাকি ৩শ ছাগল ক্রেতার অভাবে ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন বিক্রেতারা।

অথচ ঈদুল আজহা কে সামনে রেখে মেহেরপুরের বারাদী বাজার সংলগ্ন ঐতিহ্যবাহী ছাগলের হাটে শেষ সময়ে ক্রেতা- বিক্রেতা জমজমাট থাকে।

কোরবানির বাজারে দেশের বিভিন্ন জেলা ও অঞ্চল থেকে মেহেরপুরের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল কিনতে ব্যাপারিরা ভিড় করে থাকেন। মেহেরপুর জেলাতে পশু হাট হিসেবে সর্বপ্রথম বারাদী ছাগলের হাট প্রতিষ্ঠিত হয়। যার বয়স শত বছর পেরিয়ে গেছে। এতদিনে বারাদি ছাগল হাটের কদর কমেনি একবিন্দুও। সারা বছরজুড়েই সপ্তাহের শনি ও বুধবার ক্রেতা বিক্রেতায় ভরপুর থাকে হাটটি। প্রতি বছর এসময়ে ব্লাক বেঙ্গল ছাগল কিনতে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল, খুলনা, রাজশাহী, ফরিদপুর, রাজবাড়ি থেকে জেলার ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল কিনতে ব্যাপারিরা ভিড় করতেন। ট্রাকবোঝায় করে কিনে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করতেন দেশের বিভিন্ন জেলায়। এ বছর করোনার কারণে বিক্রেতারা তাদের খামার বা বাড়িতে পালিত ছাগল নিয়ে হাটে গিয়ে বিক্রি না হওয়ায় ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হচ্ছে।

করোনার কারণে ক্রেতা কম থাকলে হাটে দেখা গেছে গাদাগাদি করে চলাফেরার দৃশ্য। অধিকাংশরাই স্বাস্থ্যবিধি মানছেন না। মাস্ক পড়ছেন না। আবার কেউ কেউ মাস্ক থুতনির নিচে দিয়ে রেখেখেন।

ছাগল বিক্রেতা আব্দুল হান্নান বলেন, ৫টি ছাগল নিয়ে এসেছিলাম। ক্রেতার অভাবে ২টি ছাগল বিক্রি করতে না পেরে ফেরৎ নিয়ে যাচ্ছি।

হাট কমিটির সভাপতি রফিকুল ইসলাম বলেন, শনিবারের হাটে প্রায় হাজার খানেক ছাগল আমদানী হয়েছিল। এর মধ্যে ৭শ বিক্রি হয়েছে। করোনার কারণে ক্রেতার অভাবে বাকি ছাগলগুলো বিক্রি হয়নি। তিনি বলেন, সকল ক্রেতা বিক্রেতা ও দর্শনার্থীদের স্বাস্থ্যবিধি মানা, মাস্ক ব্যবহারের জন্য আমরা প্রচার করছি। এরপরেও অনেক ক্রেতা এবং বিক্রেতা মাস্ক ব্যবহার করছে না ।

মেহেরপুরে উপবৃত্তির টাকা আত্মসাতে বদহজম দোকানীর !

মেহেরপুরে সদর উপজেলার রামনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির টাকা গায়েব করেও হজম করতে পারলেন না বিকাশ দোকানী। অভিভাবকদের চাপের মুখে গ্রাম্য সালিশের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ফেরত দিতে হয় উপবৃত্তির নগদ অর্থ। এর আগেও এমন ঘটনায় স্থানীয়দের অনেকের টাকা নানা অজুহাতে হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগ করেন স্থানীয়রা। বিকাশ দোকানীর প্রতারণা বন্ধসহ বিকাশ কোম্পানীর এজেন্ট বাতিলের দাবীও জানান স্থানীয় ভুক্তভোগীরা।

জানাগেছে, মেহেরপুরপুর সদর উপজেলার রামনগর কলোনীপাড়ার আয়শা টেলিকমের মালিক আতাউর রহমান রামনগর সরকারি প্রাথকি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের কাছ থেকে গোপন পিন নাম্বার(পাসওয়ার্ড) জেনে তুলে নেন ৪০ হাজার টাকা। অভিভাবকরা ওই বিকাশের দোকানে টাকা তুলতে গেলে অভিভাবকদের বলা হয় বিকাশে কোনো টাকা আসেনি, আপনারা এবছর টাকা পাবেননা ।

অভিভবকরা বিষয়টি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রওশানারা খাতুনকে জানালে তিনি বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখেন প্রতিটি শিক্ষার্থীদের মোবাইলে টাকা প্রেরণ করা হয়েছে এবং তা উত্তোলন করা হয়েছে। এনিয়ে কয়েকদিন আগে রামনগর গ্রামের মাতব্বরদের নিয়ে সালিশ হয়। সালিশে দোকান মালিক আতাউর রহমান ঘটনার সত্যতা স্বিকার করে টাকা ফেরত দেবার জন্য ৫ দিনের সময় নেন। পাঁচ দিন পর শিক্ষার্থীদের ৪০ হাচার টাকা ফেরত দিতে বাধ্য হন প্রতারক দোকানী আতাউর রহমার।

স্থানীয় আবদুল আলীম নামের এক শিক্ষার্থী অভিভাবক জানান, আমাদের মোবাইলে ম্যাসেজ আসলে আমরা আয়শা টেলিকম আতাউরের দোকানে টাকা তুলতে যায়। আতাউর বলে আপনাদের টাকা আসেনি। পরে দেখি সে আমার কাছ থেকে পাসওয়ার্ড জেনে নিয়ে মোবাইল টিপে বলে আপনার ব্যালেন্স শুন্য। পরে বিষয়টি প্রধান শিক্ষককে জানায়।

আরেক অভিভাবক জাহিুল ইসলাম বলেন, আমি টাকা তুলতে গেলে আমার হাত থেকে মোবাইলটা নিয়ে বলে তোমার টাকা নেই। এমনিতে চার শত টাকা নিয়ে যাও। বিষয়টি সন্দেহ হলে অন্য দোকানদারকে মোবাইল টা দেখায়। তিনি বলেন, কিছুক্ষণ আগে আপনার মোবাইলে থেকে ৯০০ টাকা নেয়া

হয়েছে। আমি গ্রাম্য মাতব্বরদের অভিযোগ করার সাথে সাথে বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষার্থীর বাবা মায়েরা তাদের মোবাইল নিয়ে আসেন এবং তা পরিক্ষা করে দেখেন তারে সাথে টাকা তুলে নেয়া হয়েছে। পরে গ্রাম্যশালিশের মাধ্যমে বিভিন্ন শিক্ষার্থীদের ৪০ হাজার টাকা ফেরত দেবার শর্তে তা মিমাংসা করা হয়।

এবিষয়ে আয়শা টেলিকমের মালিক আতাউর রহমান বলেন, ওদের টাকা বিকাশ একাউন্টে না এসে ব্যালেন্সে জমা হওয়ায় আমি বুঝতে পারিনি।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রোশনারা ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, বিষয়টি ধামা চাপা দেবার চেস্টা করলেও তা পারেনি । আমরা দ্রত তাকে চাপ দিয়ে যার যার টাকা তাদের ফিরিয়ে দিয়েছি। তবে এসকল প্রতারক দোকানদারদের বিকাশ এজেন্ট বাতিল না করলে প্রতারণা বাড়বে বলেও মন্তব্য করেন এই শিক্ষক।

গাংনীর মহাম্মদপুরে বৃদ্ধ’র আত্মহত্যা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মহাম্মদপুর গ্রামে আলী আকুব্বর (৬৫) নামের এক বৃদ্ধ’ অভাব অনটনের জ্বালা সইতে না পেরে গলায় গামছা পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।
আজ শুক্রবার সকাল ৮টার দিকে বাড়ির অদূরে আম বাগানে গলায় গামছা পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করে। তিনি ওই গ্রামের বাগানপাড়ার মৃত আককুব আলীর ছেলে।
স্থানীয়রা জানান পারিবারিক দ্বন্দ্ব-কলহ ও অভাবের তাড়নায় সে আত্মহত্যা করেছে।
গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান জানান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। আত্মহত্যার কারনে ইউডি মামলা হবে।

জরিমানার টাকা মেম্বরের পকেটে!

বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে গ্যাড়াকলে পড়েছেন টিপু মিয়া (১৮) নামের এক কলেজ ছাত্র। শারীরিক নির্যাতন ছাড়াও অবৈধভাবে গ্রাম্য সালিশ ডেকে ৪০ হাজার টাকা জরিমানাও করা হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে জরিমানার পুরো টাকা স্থানীয় ইউপি মেম্বর বাবলু কাশেম পকেটস্থ করেছেন।

ঘটনাটি মেহেরপুরের গাংনীর কুলবাড়িয়া গ্রামে গেল বৃহস্পতিবার দুপুরের। টিপু মিয়া ওই গ্রামের আমজাদ হোসেনের ছেলে ও গাংনী সরকারী কলেজের একাদশ শ্রেণির ২য় বর্ষের ছাত্র। সালিশকাররিা বলছেন ওই টাকা সমাজের উন্নয়নে কাজে লাগানো হবে।

জানা গেছে, টিপু মিয়া বৃহস্পতিবার প্রতিবেশি বন্ধু উজ্জ¦ল হোসেনের বাড়িতে গেলে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে টিপুকে মারধর শুরু করেন। জিবন বাঁচাতে পালিয়ে যায় টিপু। ওই দিন সন্ধায় টিপুর নামে গ্রাম্য সালিশ বসে । টিপুর বিরুদ্ধে উজ্জ্বলের স্ত্রীকে উত্যক্ত করার অভিযোগ আনা হয়। সালিশে নের্তৃত্ব দেন সাহারবাটি ইউপির ৬ নং ওয়ার্ডের সদস্য বাবলু কাশেম। অন্যান্য সদস্যরা হলেন, ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি হারুর অর রশিদ, সাধারণ সম্পাদক মকলেচুর রহমান ও সাবেক ইউপি সদস্য জিয়াউল ইসলাম। এসময় সমাজ পতিরা টিপুকে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

টিপুর পিতা আমজাদ হসেন বলেন, আমার ছেলে ও উজ্জল হোসেন একই সাথে বড় হয়েছে। দুজনই সব সময় চলাফেরা করে। বৃহস্পতিবার দুপুরে উজ্জল মোবাইল করে বাড়িতে ডেকে নিয়ে যায় আমার ছেলে টিপুকে। তার মোবাইল ফোন ভেঙ্গে মারধর করে উজ্জল ও তার পরিবারের লোকজন। পরে বিকালে গ্রাম্য শালিশে ডেকে এক লক্ষ টাকা জরিমানা করে। আমি খুবই গরিব মানুষ অন্যের বাড়ি থেকে ধার করে ৪০ হাজার টাকা মাতব্বরদের হাতে দিয়ে হাতে পায়ে ধরে আমারে ছেলেকে বাড়ি নিয়ে আসি।

উজ্জলের পরিবারের সাথে কথা বলতে চাইলে উজ্জলের মা বলেন, সামান্য একটু সমস্যা হয়েছিল। পরে গ্রামের মাতব্বররা মিমাংসা করেছেন। জরিমানার টাকা কি করবে তা আমরা জানিনা। তবে সমাজের উন্নয়ন হবে

বলে জানতে পারি।

স্থানীয় ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি হারুন অর রশিদ বলেন, টিপু উজ্জলের স্ত্রীকে বিয়ে করার জন্য উজ্জলের বাড়িতে গিয়ে বসে ছিল। পরে তাকে বিচারের আওতায় এনে সামাজিকভাবে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। উক্ত টাকা স্থানীয় ইউপি সদস্য বাবলু কাশেমের কাছে রাখা আছে।

ইউপি সদস্য বাবলু কাশেম বলেন, সমাজের মাতব্বররা যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সে অনুযায়ী টিপুকে দোষী ভেবে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। উক্ত টাকায় সমাজের উন্নয়নে ব্যয় করা হবে।

এ ব্যাপারে সাহারবাটি ইউনিয়নের বীট পুলিশিং কমিটির পরিচালক এসআই রাজ্জাক জানান, গ্রামে কোন রকম সালিশ করার বিধান নেই। বিশেষ করে নারী নির্যাতনের ঘটনায়। আবার কোন জরিমানারও বিধান নেই। ইউপি মেম্বর যেটা করেছেন সেটা নিয়ম বহির্ভুত।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বজলুর রহমান বলেন, বিষয়টি আমার জানা নেই। ভুক্তভোগী পরিবার অভিযোগ করলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

হযরত ইব্রাহীম (আ:) , পর্ব-১

আবুল আম্বিয়া নবীদের পিতা খালিলুল্লাহ আল্লাহর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ইতিহাসের এমন এক ব্যক্তি যিনি ইসলাম, খ্রীষ্ট, ইহুদি তিনটি ধর্মেই সম্মানিত। যে ব্যক্তি মুসলিম জাতির পিতা যার বংশধরদের মধ্যে থেকে বেছে নিয়েছেন বহু নবী-রাসূল এবং যার বংশধরদের মধ্যে থেকেই জন্ম নিয়েছেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মানব শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সে ব্যক্তির নাম ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম। প্রত্যেকের জীবনেই আমরা নানা ধরনের বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হই, পরীক্ষার মুখোমুখি হই। অনেক পরীক্ষায় আমরা সফল হই। আবার অনেক পরীক্ষায় ব্যর্থ হই এবং সেই ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নেয়ার চেষ্টা করি। আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার চেষ্টা করি।

ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ছিলেন এমন একজন ব্যক্তি, যার সামনে আল্লাহ একের পর এক কঠিন থেকে কঠিনতর পরীক্ষা রেখেছেন এবং প্রতিটি পরীক্ষাতেই তিনি পরিপূর্ণভাবে সফল হয়েছেন।

আমাদের জীবনে যদি কোনো দুশ্চিন্তা থেকে থাকে, দুঃখ কষ্ট থেকে থাকে, আমরা যদি ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের জীবনের দিকে তাকাই আমরা দেখব তিনি যেভাবে পরীক্ষিত হয়েছিলেন। তার তুলনায় আমরা আলহামদুলিল্লাহ অনেক অনেক আরাম-আয়েশে জীবন-যাপন করছি এবং তার জীবন থেকে আমরা এটাও বুঝবো যে কারো জীবনে বেশি বেশি বাধা- বিপত্তি আসা মানে এই নয় যে আল্লাহ তার ওপর রেগে আছেন। বরং এমনও হতে পারে যে আল্লাহ তাকে এত বেশি ভালোবাসেন তার ঈমানের প্রতি আল্লাহর এতটা আস্থা রয়েছে যে আল্লাহ তার সামনে বিভিন্ন পরীক্ষা রেখেছেন। যেন সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় সে আল্লাহর আরো কাছে চলে আসে। ঠিক যেমন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তার দৃঢ় ঈমানের পরিচয় দিয়ে খলিল্লুাহ বা আল্লাহর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু আবার মর্যাদা পেয়েছিলেন। যে ব্যক্তি পৃথিবীর বুকে এক আল্লাহর এবাদত করার দিন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যার সন্তানেরা সেই বাণী প্রচার করে গেছেন হাজার হাজার বছর ধরে। এ এক আশ্চর্য বিষয় যে সে ব্যক্তিটি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এমন এক সমাজে যাকে বলা যেতে পারে শিরকের এক আখড়া। তাঁর জন্মস্থান নিয়ে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে।

তবে অনেক স্কলারদের মতে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন প্রাচীন ব্যাবিলন বা ব্যাবিলন শহরের তুড় পাহাড়ের অঞ্চলে। যা বর্তমান সময়ের ইরাকের ইল্লাহ শহরে অবস্থিত। আল হাকিমের হাসিদে বর্ণিত রয়েছে, রাসূল সাঃ কে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল নূহ (আ) ইব্রাহিম (আ:) এর মধ্যে গত বছরের ব্যবধান ছিল তিনি বলেছিলেন ১০ প্রজন্ম। যা অনেকে অনুমান করেন প্রায় ২ হাজার বছরের সমান। অন্যদিকে আততাইর বর্ণনা অনুযায়ী ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর ইছা (আ:) এর মধ্যে আনুমানিক ২ হাজার বছরের ব্যবধান রয়েছে। সেটা যদি সঠিক হয়ে থাকে এবং এই বিষয়গুলোর ব্যাপারে পরিপূর্ণ জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছে রয়েছে। তাহলে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম প্রায় চার হাজার বছর আগে প্রাচীন মেসোপটেমিয়া বাবিল শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ইবনে কাছির তার আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থে উল্লেখ করেন যুবহুর ওলামাদের মতে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর পিতার নাম ছিল আহলে এবং আহলে কিতাবরা উচ্চারণ করাত তালেহক। তার আরও একটি প্রচলিত নাম আছে যা হলো আযাহার এবং এই নামটি পবিত্র কুরআনে এসেছে।

কোন কোন স্কলারদের মতে তালেহ ছিল মেসোপটায়িম রাজ্যের প্রখ্যাত

পুরোহিত এবং সে মূর্তি নির্মাণের জন্য বিখ্যাত ছিল। এর মধ্যে একটি দেবতা ছিল যার নাম দেয়া হয়েছিল আযাহার এবং তালেহ সেই দেবতার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট ছিল বিধায় তালেহ মানুষ আযাহার ডাকত। প্রাচীন সেই বাবলিন শহরে ততদিনে শিরহক ছড়িয়ে পড়েছিল পুরোদমে। এরকম এর শিরহকের প্রাণকেন্দ্রে শহরের সবচেয়ে সুপরিচিত ভাস্করের ঘরে জন্মগ্রহণ করে এক ফুটফুটে শিশু। শৈশব থেকেই তার কৌতূহলের কোন অভাব ছিল না। চারপাশে যা কিছু ঘটছে তা নিয়ে চুপচাপ বসে ভেবে দেখার অভ্যাস ছিল। সে যত বড় হতে লাগল তত ভাবতে লাগল এইযে, আমার বাবা নিজ হাতে পাথর জোগাড় করে এনে ভাস্কর্য তৈরি করেন। সেই ভাস্কর্য আবার দেবতা হয় কি করে। আমার বাবা যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করলো সে আবার আমার বাবাকে সৃষ্টি করলো কি করে। এই প্রশ্নগুলোর জবাব কখনোই তার কাছে মেলেনি। তাকে শুধু বলা হতো এটাই আমাদের হাজার বছরের সংস্কৃতি। আমাদের পূর্বপুরুষেরা এভাবে ইবাদত করতেন। তাই আমরাও এভাবেই এবাদত করি। সামাজিকভাবে আযাহারের সন্তান সম্মানিত অবস্থানে পৌঁছানো খুব সহজ ছিলো। সে বিখ্যাত পুরোহিত আযাহারের সন্তান।

এই পরিচয়েই আরাম-আয়েশে তার জীবন কাটিয়ে দিতে পারত। কিন্তু সে সেই পথ বেছে নেয়নি বরং জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে ভাবতে লাগল এবং সামাজিক প্রথা গুলো নিয়ে প্রশ্ন করতে লাগল। এবং এই প্রশ্নগুলো নিয়ে ভাবতে ভাবতে নির্জনে ধ্যানে মগ্ন থাকতে থাকতে এক পর্যায়ে তার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াহি নাযিল হয়। ইবরাহীম আলাইহিস সাল্লাম নবুওয়াত লাভ করেন। নবুয়ত লাভ করার পর ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তার সমাজের মানুষদের কাছে যৌক্তিকভাবে এক আল্লাহর এবাদত করার আহ্বান জানাতে লাগলেন। এবং ইব্রাহিম আলাইহিস সাল্লাম বিশেষভাবে তার পিতা আযাহারকে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকলেন। আমরা দেখি যে ইব্রাহিম আলাইহিস সাল্লাম তার বাবাকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে, শ্রদ্ধার সাথে ইসলামের পথে আহবান করে গেছেন। এবং ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তখন পুরোপুরি নিশ্চিত যে, তিনি ছিলেন তবুও তিনি সঠিক ছিলেন। তার বাবাই ভুল পথে ছিল। তবুও তিনি রাগ বা বিরক্তি প্রকাশ করেননি বরং ধৈর্য্যরে সাথে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ছেলের এমন আন্তরিক আবেদন আযাহারের হৃদয় হৃদয় ¯পর্শ করল না। হতে পারে সে সময়কার সবচেয়ে প্রখ্যাত পুরোহিত এবং মূর্তি নির্মাণকারী হিসেবে তার কাছে সামাজিক স্ট্যাটাস বড় ছিল। তার ছেলের আবেদনে অতিষ্ঠ হয়ে আযাহার বলল: ইব্রাহিম তুমি কি আমার দেবতাদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ? তুমি যদি এসব কর্মকান্ড বন্ধ না করো তোমাকে আমি পাথর মেরে তোমার মাথা ফাটিয়ে দেবো। আমার সামনে থেকে চিরতরের জন্য

দূর হয়ে যাও। আমরা গল্প শোনার সময় এটা সচরাচর চিন্তা করিনা গল্পের মানুষদের সাথে যা ঘটছে তা আমার সাথে করলে কেমন হতো।

একবার চিন্তা করে দেখুন, আপনি সোশ্যাল মিডিয়াতে কোরআনের একটি আয়াত শেয়ার করলেন আর সেখানে হাজারো এংরি রিয়াক্ট। শত শত আক্রমনান্তক মন্তব্য আপনার পাশে দাঁড়ানোর মত একটা মানুষ নেই। এমন অবস্থায় যেই না আপনি ভাবছেন অন্তত আপনার পরিবারের মানুষ আপনার নিজের বাবা-মা আপনাকে বুঝবে। আপনি যে পথে আছেন সেটাকে সাপোর্ট করবেন। অমনি যদি তারাও আপনাকে গালমন্দ করে আর বলে পাথর মেরে আপনার মাথাটা ফাটিয়ে দেবে এবং আপনাকে বলে চিরতরের জন্য দূর হয়ে যেতে। আপনার তখন কেমন লাগতো, কতটা ক্ষোভ, কতটা হতাশা, কতটা অভিমান জমা হতো আপনার মনে। অথচ এরকমই এক অবস্থায় ইব্রাহিম আলাইহিসালাম তার বাবাকে অত্যন্ত সম্মান সহকারে বললেন: একদিন বড় এক উৎসব পালন করা হবে, সেখানে হাজির হবে শহরের সব মানুষ। আযাহারও সেখানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু উৎসবের ঠিক আগে ইব্রাহিম আলাইহিসালাম তাকে জানালেন তার অসুখ। তাই তিনি তাদের সাথে যেতে পারবেন না। বাস্তবে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের একটি বিশেষ পরিকল্পনা ছিল। শিক্ষকতার একটি নীতি হলো কোনো মুখে বোঝালে শিক্ষার্থীর না বুঝে তাহলে তাকে এক্সপেরিমেন্ট বা প্রাক্টিক্যাল দেমনস্ট্রেশন এর মাধ্যমে বোঝানো উচিত। (চলবে..)

সংকলনে: প্রকাশক, মেহেরপুর প্রতিদিন

মেহেরপুরে সেনাবাহিনীর অভিযান অব্যাহত

করোনার সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে সারা দেশে শুরু হয়েছে কঠোর লকডাউন। বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা থেকে শুরু হওয়া এই লকডাউন ৭ জুলাই মধ্যরাত পর্যন্ত চলমান থাকবে। কঠোর লকডাউন কার্যকর করতে পুলিশ, বিজিবির পাশাপাশি সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

করোনাভাইরাস প্রতিরোধে সরকার ঘোষিত কঠোর লকডাউনের ৫ম দিনেও মেহেরপুরে অভিযান চালানো হয়েছে। সোমবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন এলাকায় সচেতনতামূলক অভিযান চালান।

বাংলাদেশ সেনানিবাস যশোর ২৭ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারির ক্যাপ্টেন নাহিয়ান ইমতিয়াজের নেতৃত্বে কোট এলাকা থেকে শুরু করে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক গুলোতে সচেতনতা মূলক অভিযান চালানো হয়। এসময় অযথা যারা বাইরে ঘোরাফেরা করছিলেন তাদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হয়। একই সাথে অযাথা বাইরে না আসার জন্য সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে সকলের প্রতি আহ্বান জানানো

মেহেরপুরের এসপি এস এম মুরাদ আলী বদলি, নতুন এসপি রাফিউল আলম

মেহেরপুরের পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলীকে বদলি করে হবিগঞ্জের পুলিশ সুপার হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এদিকে মেহেরপুরের পুলিশ সুপার হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন ঢাকা বিশেষ শাখার পুলিশ সুপার রাফিউল আলম।

আজ ৪ জুলাই রবিবার রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের উপসচিব ধনঞ্জয় কুমার দাস স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানা গেছে। একই সঙ্গে হবিগঞ্জের পুলিশ সুপারমোহাম্মদ উল্ল্যাকে ঢাকা পুলিশ অধিদপ্তরের সহকারী পুলিশ মহাপরিদর্শক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুরের নবাগত পুলিশ সুপার রাফিউল আলম বিসিএস ২৫ তম ব্যাচের পুলিশ ক্যাডার। তাঁর বাড়ি কিশোরগঞ্জে।

মেহেরপুরে বিএনপি নেতা মতিয়ার রহমানের মৃত্যু

মেহেরপুর জেলা বিএনপির উদদেষ্টা সদস্য গোভীপুর গ্রামের বাসিন্দা ও আমঝুপি ইউনিয়নের সহকারী ভূমি কর্মকর্তা নওজেশ আলীর শ্বশুর মতিয়ার রহমান ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

বৃহস্পতিবার রাত ১২ টার দিকে তিনি স্ট্রোক করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় কিছুক্ষন পর মৃত্যুবরণ করেন। তিনি স্ত্রী, ২ ছেলে, ১ মেয়ে, নাতি-নাতনিসহ অসংখ্যা গুণাগ্রাহী রেখে গেছেন।

মরহুমের পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, আজ শুক্রবার সকাল ১০টা ২০ মিনিটে গোভীপুর দাখিল মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে জানাযা শেষে স্থানীয় কবরস্থানে দাফন করা হবে।

মেহেরপুরে করোনা আক্রান্তে তিন মুক্তিযোদ্ধাসহ চার জনের মৃত্যু

মেহেরপুরে করোনা আক্রান্ত হয়ে ৩ মুক্তিযোদ্ধাসহ ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এদের মধ্যে দুজন মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এবং দুজন নিজ বাড়িতে মৃত্যু বরণ করেন।
মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে মারা গেছেন মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল হায়াত (৭০), মেহেরপুর অক্সফোর্ড কিন্ডার গার্টেনের শিক্ষক শাম্মি

আক্তার রানি (৪৫)। এছাড়া গাংনী উপজেলার জুগিন্দা গ্রামের নাজের আলী (৬৫), বামুন্দীর রওশন আলী (৭০) নিজ বাড়িতে আইসোলেশনের থাকা অবস্থায় মৃত্যু হয়।
মৃত্যু’র বিষয়টি নিশ্চিত করে সিভিল সার্জন মো: নাসির উদ্দীন জানান, সচেতনতার অভাব ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে না চলার কারনে প্রতিদিনই করোনা আক্রান্তের পাশাপাশি মৃত্যু’র সংখ্যা বাড়ছে। এদিকে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের গার্ড অব অনার দিয়ে নিজ নিজ এলাকায় দাফন করা হয়েছে।